# বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব

**বৈষম্যহীন বাণিজ্য**
**পর্যাপ্ত ঋণ মুক্তি এবং বাড়তি অর্থ-সহায়তা – ত্বরান্বিত অগ্রগতির জন্য এসব অতি গুরুত্বপূর্ণ।**

## লক্ষ্য ৮

উন্নতির লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী অংশীদারীত্ব গড়ে তুলতে হবে

## প্রধান মনযোগঃ লক্ষ্যমাত্রা ১৫

দীর্ঘ মেয়াদে উন্নয়নশীল দেশের ঋণ সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য জাতীয় ও আন্তার্জাতিক পর্যায়ে ব্যবস্থা নেয়া

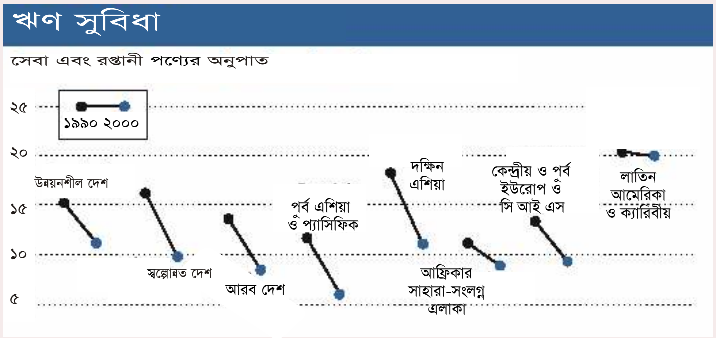


ঋণ পুনর্মেয়াদীকরণ, সংস্কার এবং ঋণ বিলোপ – এসব প্রক্রিয়ায় ১৯৯০ থেকে ২০০০ পর্যন্ত বেশীরভাগ উন্নয়নশীল দেশের ঋণ ভারহ্রাস পেয়েছে। পাশাপাশি কিছু কিছু উন্নয়নশীল দেশ রপ্তানীর মাধ্যমে অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন করেছে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি স্বত্বেও উন্নয়নশীল দেশসমুহ এখনোও দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত। উন্নত দেশে কৃষি-ভর্তুকি ও আমদানীর উপর উচ্চশুল্ক অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দেশগুলোকে অসুবিধায় ফেলে দিয়েছে। ও ই সি ডি ভুক্ত দেশগুলো ৩০ হাজার কোটি ডলার এর বেশী কৃষি-ভর্তুকি দিয়ে থাকে।

অন্যদিকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির স্থবিরতার কারণে উপ-সাহারা অঞ্চলের দেশগুলো ঋণ দায়ভার মুক্ত হতে পারছেনা। একদিকে এসব দেশে সরকারী ঋণ সাহায্যের ক্রমহ্রাসের ফলে ঋণমুক্তি প্রক্রিয়া আরো জটিল হয়ে পড়েছে। দাতা দেশসমূহের সরকারী ভাবে প্রদত্ত সাহায্য তাদের মোট জাতীয় আয়ের ০.৩৪ শতাংশ হতে কমে ১৯৯০ এর দশকের মধ্যে ০.২২ শতাংশে এসে পৌচেছে। সরকারী সাহায্য সবচেয়ে কমে গেছে সবচেয়ে দরিদ্র দেশগুলোতে ঃ যেখানে ১৯৯০ সালে দেয়া হত ১৫০০ কোটি ডলার, তা ২০০১ সালে এসে দাড়িয়েছে ১২০০ কোটি ডলারে। দাতা দেশগুলোর জাতীয় আয়ের ০.১ শতাংশ থেকে দ্রুত কমে সাহায্য ত্রান মাত্র ০.০৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। উত্তর আফ্রিকা (সাহারা মধ্যপ্রাচ্যে) প্রদত্ত সরকারী সাহায়্যের অনুপাত কমেছে সবচেয়ে বেশী।